সংবাদ

তারিখ ... 04 DEC 2002
পৃষ্ঠা ... 12 ... কলাম 2

প্রশাসনের দ্বন্দ্ব মন্ত্রণালয়ের হস্তক্ষেপ

ধ্বংসের মুখে সরকারি বিজ্ঞান কলেজ

রাশেদ মেহেদী ॥ পদবিহীন প্রধান শিক্ষকের ক্ষমতার দাপট, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক শীর্ষ কর্মকর্তার হস্তক্ষেপ এবং কলেজ ও স্কুল প্রশাসনের দ্বন্দ্বের কারণে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়েছে রাজধানীর সরকারি বিজ্ঞান কলেজ।

দেশের ৪টি সম্পূর্ণ বিজ্ঞান কলেজের অন্যতম তেজগাঁওয়ে অবস্থিত এ কলেজের স্কুল শাখার ৫৪ শিক্ষক বেতন পাননা ৪ মাস ধরে, ক্লাস-পরীক্ষা ঠিকমত চলছে না। অর্থমন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের জন্য দীর্ঘদিন যাবৎ আটকে আছে শিক্ষকদের পদ সৃষ্টি ও বেতনের ফাইল, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক শীর্ষ কর্মকর্তার হস্তক্ষেপে ঘন ঘন বদলি করা হচ্ছে কলেজের অধ্যক্ষসহ শিক্ষকদের। সম্প্রতি বদলি করা হয়েছে আরও ৩ জন শিক্ষককে। এদিকে স্কুলের যে ছাত্র আগামী এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিতে যাচ্ছে তাদের পরীক্ষার ফরম পূরণ অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছে।

কলেজ ও স্কুল কর্তৃপক্ষ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, কলেজ ও স্কুল প্রশাসনের দ্বন্দ্বের কারণেই

সরকারি ঃ পৃঃ ১০ কঃ ৬

সরকারি ঃ বিজ্ঞান কলেজ

(১২ পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির অবস্থা বর্তমানে অবস্থায় উপনীত হয়েছে। সূত্র জানায়, ১৯৫৪ সালে এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তেজগাঁও সরকারি টেকনিক্যাল কলেজ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৬২ সালে এটি ইন্টারমিডিয়েট টেকনিক্যাল কলেজে রূপান্তর করা হয়। এ সময়ই প্রধান শিক্ষকের পদে বিলুপ্ত করে অধ্যক্ষের পদ সৃষ্টি করা হয়। ১৯৮৫ সালে এ কলেজে ডিগ্রি কোর্স প্রবর্তন করা হয়।

১৯৯৬ সালে অর্থ সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ছাড়াই শিক্ষক মন্ত্রণালয় অস্থায়ীভাবে প্রধান শিক্ষকের পদ সৃষ্টি করে। ১৯৯৯ সালে আবদুল আজিজ (বর্তমান প্রধান শিক্ষক) যোগদানের পর সঙ্কট শুরু হয়। তিনি এসেই কলেজের স্কুল শাখা সম্পূর্ণ পৃথক করার উদ্যোগ নেন। এর ফলে শিক্ষকদের মধ্যে গ্রুপিং শুরু হয়। এক পর্যায়ে ওই প্রধান শিক্ষক এক শিক্ষিকাসহ কয়েকজন শিক্ষককে হয়রানি শুরু করলে ২০০০ সালের ১৯শে জানুয়ারি স্কুলের ২০ জন শিক্ষক ওই প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ক... আবেদন করেন। শিক্ষকদের ...দনের প্রেক্ষিতে তাকে কুমিল্লা... হোমনা কলেজে বদলি করা হয়। ২০০১ সালের নভেম্বর মাসে ওই প্রধান শিক্ষক পুনরায় স্কুল শাখায় বদলি হয়ে আসেন এবং তারপর থেকে নতুন সঙ্কটের শুরু হয়। সূত্রগুলো জানায়, তিনি বদলি হয়ে আসার শুরুতেই কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ জনাব আলীকে জরুরি ভিত্তিতে আনন্দমোহন কলেজে বদলি করা হয়। তখন তার চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের মাত্র ৮ দিন বাকি ছিল। ওই শিক্ষক ...নের পরবর্তী সময়ে আবু শরীফুদ্দিন ভূঁইয়াকেও ও যোগদানের কয়েক মাসের মাথায় বদলি করা হয়। বদলির সময় তার অবসর গ্রহণের বাকি ছিল মাত্র ২৫ দিন।

সূত্র জানায়, ওই প্রধান শিক্ষক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক শীর্ষ কর্মকর্তার মাধ্যমে অধ্যক্ষের কাছ থেকে স্কুলের আয়-ব্যয়ের ক্ষমতা নিজের হাতে নিয়ে নেন। পরবর্তী সময়ে স্কুল শাখার প্রধান শিক্ষকের পদ অর্থমন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত থাকার বিষয় প্রকাশ হলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রধান শিক্ষকের সমুদয় ক্ষমতা স্থগিত রাখার নির্দেশ দেয় (নির্দেশ পত্র- শিম/শো ১০/ বিবিধ-১৫-২/৯৫ (অংশ-৫)/১৪৬)। কলেজের বর্তমান অধ্যক্ষ অধ্যাপক দিলারা জাহান জানান, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ সত্ত্বেও ৯ মাসেও প্রধান শিক্ষক আয়-ব্যয়ের ক্ষমতা অধ্যক্ষের কাছে বুঝে দেননি। তিনি নিজেই নতুন অ্যাকাউন্ট খুলে স্কুলের টাকা সেখানে জমা রাখছেন এবং নিজের ইচ্ছেমত খরচ করছেন। সূত্র জানায়, ওই প্রধান শিক্ষক পুনরায় শিক্ষকদের বিভক্ত করেন এ কারণে স্কুলের শিক্ষা কার্যক্রম একেবারেই ভেঙে পড়েছে। স্কুলে সরজমিন অনুসন্ধানকালে প্রায় সকল ছাত্রই তাদের ঠিকমত ক্লাস না হওয়ার কথা জানায়। তারা আরও জানায়, প্রধান শিক্ষক তাদের প্রকাশ্যে বলে দিয়েছেন, কোন শিক্ষকের কথা শুনতে হবে, কোন শিক্ষকের কথা শুনতে হবে না।

জানা গেছে, সম্প্রতি তার ক্ষমতার দাপটের শেষ নমুনা হিসেবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে একই সঙ্গে ৩ গণিতের শিক্ষককে বদলি করা হয়েছে। এরা হচ্ছেন— স্বপন কুমার সাহা, মোস্তফা হোসেন এবং নীতিশা চন্দ্র। এরা ৩ জনই বিভিন্ন সময়ে প্রধান শিক্ষকের স্বেচ্ছাচারি কার্যকলাপের প্রতিবাদ করতেন বলে স্কুল ও কলেজের অন্য শিক্ষকরা জানান।

সূত্র আরও জানায়, এনাম কমিটির রিপোর্টে ভুলবশত: এ কলেজের স্কুল শাখার পদ সৃষ্টির বিষয় বাদ পড়লে পরবর্তীকালে শিক্ষামন্ত্রণালয় ৬৯টি পদ সৃষ্টি করে; কিন্তু প্রধান শিক্ষক ও কলেজের অধ্যক্ষের দ্বন্দ্বের জের ধরে দীর্ঘদিন যাবৎ পদ সৃষ্টির বিষয়টি অর্থমন্ত্রণালয় থেকে অনুমোদন পাচ্ছেনা। এর মধ্যে এ অনুমোদন না থাকায় ৪ মাস আগে ৫৪ জন শিক্ষকের বেতন বন্ধ হয়ে গেছে। বেতন না পাওয়ায় শিক্ষকরা মানবেতর জীবনযাপন করছেন বলে জানান।

কয়েকজন শিক্ষক জানান, স্কুলের পাশাপাশি কলেজের শিক্ষা কার্যক্রমেও স্থবিরতা এসেছে। দ্রুত এ জটিলতা নিরসন হওয়া উচিত।

এ ব্যাপারে আলাপ করলে কলেজের অধ্যক্ষা বলেন, শিক্ষকদের বেতন না পাওয়ার বিষয়টি দুঃখজনক। প্রধান শিক্ষক স্কুলের সব কার্যক্রম একা পরিচালনা করছেন এবং কলেজের সঙ্গে কোন যোগাযোগ রাখছেন না। ফলে আমার পক্ষ থেকে কার্যকর ব্যবস্থা নেয়াও সম্ভব হচ্ছে না। এ ব্যাপারে স্কুল শাখার প্রধান শিক্ষক আবদুল আজিজ বলেন, 'অধ্যক্ষরা বিভিন্ন সময়ে দুর্নীতি করে এ প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করেছে। আমি এখন একাই সংগ্রাম করছি প্রতিষ্ঠানটিকে রক্ষার জন্য। এ জন্য দু'অধ্যক্ষকে বদলি হয়ে যেতে হয়েছে এখন তিনজন শিক্ষক যাচ্ছেন ভবিষ্যতে হয়ত আরও যাবেন। তবে আমি প্রতিষ্ঠানের সব সঙ্কট দূর করবোই'। তিনি আরও বলেন, 'প্রধান শিক্ষক হিসেবে আমি বেতন পাইনা ১১ মাস, শিক্ষকরা ৪ মাস পায় না এ নিয়ে এত আফসোসের কি আছে?